কোটচাঁদপুরে পূবালী ব্যাংকের ১০৪ তম উপশাখার উদ্ভোধন

কোটচাঁদপুরে পূবালী ব্যাংক, ১০৪ তম উপশাখার উদ্ভোধন করেছেন। সোমবার সকালে পৌর শহরের প্রাণ কেন্দ্রে এ শাখার উদ্ভোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও ঝিনাইদহের শাখা প্রধান কাজী শিহাবুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূবালী ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপক ও খুলনা অঞ্চল প্রধান আরিফুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূবালী ব্যাংকের সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও খুলনা শাখার প্রধান সালা্হউদ্দিন পিডিপির কোটচাঁদপুরের আবাসিক প্রকৌশলী মনোয়ার জাহিদ, কোটচাঁদপুর পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি কাজী আলমগীর হোসেন। বক্তব্য রাখেন পূর্বালী ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার মারুফ হোসেন, যশোর শাখার ব্যবস্থাপক শফিকুল ইসলাম, কোটচাঁদপুর উপশাখার ব্যবস্থাপক সাইদুর রহমান। বিশিষ্ট ব্যবসায়ি মোহাম্মদ আলী, সেলিম কায়সার,শিক্ষক আব্দুল আজিজ, প্রেসক্লাব সভাপতি নজরুল ইসলাম, ঠিকাদার ও ব্যবসায়ি সাইফুর রহমান,মেহেদি হাসান বুলবুল।

কোটচাঁদপুর বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংস্কার কাজে অনিয়ম

কোটচাঁদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র মেরামতের কাজে অভিযোগ উঠেছে অনিয়মের। বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা কেটে নেয়া হয়েছে ভ্যাট আর আয়করের নাম করে, এমন অভিযোগ ও রয়েছে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে। এরপরও কাজ ভাল হয়েছে বলে দাবি করেছেন উপজেলা প্রকৌশলী রুহুল ইসলাম।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,২০২১- ২২ অর্থ বছরে কোটচাঁদপুর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাইনর মেরামতের জন্য ২ লাখ টাকা করে বরাদ্দ দেন সরকার। এ বছর এর আওতায় উপজেলার ১৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ সব বিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে রঘুনাতপুর, কুল্লাগাছা, মানিকদিয়া, ছয়খাদা, শালকুপা, রাজাপুর, পারলাট, আব্দুররাজ্জাক, বাজেবামনদহ, হাড়াডাঙ্গা বিদ্যাধরপুর, বলাবাড়িয়া, চাঁদপাড়া, দূবাকুন্ড, কামারকুন্ড, চতুরপুর, ব্রক্ষপুর, হরিণদীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ইতোমধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের কাজ শেষ হয়েছে । বিলও তুলেছেন অনেকে। এর একটি হচ্ছে রঘুনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আবেদ হাসান। আর প্রধান শিক্ষক হচ্ছেন আবেদ হাসানের ভাই অমেদুল ইসলাম। এ দুই ভাই মিলে বিদ্যালয়ের মেরামত কাজের সিডিউল অনুযায়ী না করে তা ইচ্ছেমত সম্পন্ন করেছেন।

এমন অভিযোগ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য তাসলিমা খাতুনের। তিনি বলেন,থার্ড মাষ্টার যদি প্রধান শিক্ষক হন, তাহলে কাজ কেমন হবে। তিনি বলেন, কমিটি গঠনের পর মাত্র একটি মিটিংয়ে আমাকে ডেকে ছিল। আর কোন দিন ডাকেনি। আর বিদ্যালয়ে কখন কি হচ্ছে,তা আমি জানিনা। তবে অনিয়ম হচ্ছে এমন কথা শুনতে পাচ্ছি।

কাজ নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন ওই গ্রামের কলেজ পড়ুয়া ছাত্র সজিব আহম্মেদ। তিনি বলেন,বরাদ্দকৃত অর্থের একাংশও কাজ হয়নি এ বিদ্যালয়ে। জানা মতে বিদ্যালয়ের ভবন রং ও জল ছাদের কাজ করেছেন তারা। সজিব বলেন,দেখলাম ভবনের জল ছাদ করার জন্য ২ ট্রলি বালি আর কয়েক বস্তা সিমেন্ট আসতে। এতে করে সব মিলিয়ে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ৭০ হাজার টাকা খরচ হতে পারে। বাকিটা যা হবার,তাই হয়েছে। একই অভিযোগ শালকুপা প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সদস্য বৃথি ঘোষের। তিনি ও জানেন না বিদ্যালয়ের কাজের জন্য কত টাকা বরাদ্দ এসেছে । আর কি কাজ হচ্ছে।

তিনি বলেন, আগে দুই একটা কাজের সময় আমাকে ডাকতো। এবার আমাকে এ বিষয়ে কেউ কিছু বলেননি। এ বিষয়ে শালকুপা গ্রামের বাবুল আহম্মেদ ও আবুল খায়ের বলেন,দৃশ্যমান কাজের মধ্যে ভবনে রং,গ্রীল,আর পাম্প। তারা বলেন,কোন দিন কোথাওৃ রাতে রংয়ের কাজ করতে দেখিনি। এই স্কুলে দেখলাম রাতে রংয়ের কাজ করতে। বিকাল ৫ টার সময় আসতো রং মিস্ত্রি আর রাত ১২ টা পর্যন্ত কাজ করতো। তাহলে কাজ কেমন হয়েছে, এটা আপনাদের কাছে প্রশ্ন আমাদের।

এমন অভিযোগ প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে। অন্যদিকে কথা উঠেছে ওই কাজের ভ্যাট আর আয়করের টাকা নিয়ে। জানা গেছে,ভ্যাট আর আয়কর বাবদ কেটে নেয়া হয়েছে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা।

যার প্রমান মিলেছে মানিক দিহি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোশারফ হোসেনের সঙ্গে কথা বলে। তিনি বলেন, মেরামতের জন্য ২ লাখ টাকা বরাদ্দ পেয়েছি। এর মধ্যে ৪০ হাজার টাকা কেটে বাকি টাকার কাজ করা হয়েছে। একই কথা বলেন, ছয়খাদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক খাইরুল হোসেন।

তবে শালকুপা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেহেনা খাতুন বলেন,ভ্যাট আর আয়কর বাবদ আমাদের কাছ থেকে কেটেছেন ৩০ হাজার টাকা। তবে এ সব মানতে নারাজ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অসিত বরন পাল। তিনি দাবি করেছেন কাজ সিডিউল অনুযায়ী হয়েছে। আর ভ্যাট আর আয়করের যে টাকা টাকার অভিযোগ উঠেছে এটা সঠিক না। কারন তাদের টাকা চেকের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে। টাকা কেটে নেয়ার কোন সুযোগই নাই। তিনি বলেন,আমার জানা মতে হিসাবরক্ষণ অফিস ১০ শতাংশ ভ্যাট আর ৩.৫০ শতাংশ ভ্যাট আর আয়কর কাটছেন।

তবে সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা গেছে, ওই কাজের টাকা থেকে ৭ শতাংশ ভ্যাট আর ৩ শতাংশ আয়করের টাকা কাটা হচ্ছে। এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রকৌশলী রুহুল ইসলাম বলেন, আমি ওই কাজের কারিগরি দিকটা দেখার দায়িত্বে রয়েছি। বিল দিবে শিক্ষা অফিস। কাজের মান ভাল হয়েছে বলে দেখে শুনে বিল দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ দেলোয়ার হোসেন জানান, এ বিষয়ে আমার কিছুই জানা ছিল না। এখন জানলাম। শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে কথা বলে দেখি, ঘটনাটি কি ঘটেছে। এরপর ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের আশুহস্ত কামনা করেছেন এলাকাবাসী।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ৪৯তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি সমিতির গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা প্রশাসন ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে ।

বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের সরকারি মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় ৩৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ৩১ টি ইভেন্টে অংশ গ্রহন করে। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন, অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন, কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা বাহারুল ইসলাম, অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার রতন মিয়া। এসময় উপজেলা একাডেমিক সুপার ভাইজার ফারুক আহমেদ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে প্রাইভেট ক্লিনিক-ডায়াগনিষ্টিক পরিদর্শন

করলেন সিভিল সার্জন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর এলাকার বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিক ও ডায়াগনিষ্টিক সেন্টার পরিদর্শন করেছেন জেলা সিভিল সার্জন ডাঃ শুভ্রা রাণী।

বৃহস্পতিবার সকালে তিনি এ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের অ-ব্যবস্থাপনা দেখে অসন্তষ্টি প্রকাশ করেন।

এসময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, অভিযুক্ত ক্লিনিক মালিকদের এক সপ্তাহের মধ্যে ক্লিনিক হাসপাতালের পরিবেশ সহ সার্বিক বিষয়ে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। তা না হলে, মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। এছাড়াও দুটি চক্ষু ক্লিনিকের কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ কৃষ্ণ কমল পাল, এ্যানেথেসিওলজিষ্ট ডাঃ রাইসুল ইসলাম জুয়েল প্রমূখ।

প্রতারনার অভিযোগে স্বামী স্ত্রীর আর ছেলে মায়ের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

প্রতারনার অভিযোগ এনে স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে আর ছেলে মায়ের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী মতিয়ার রহমান ও নাসির হোসেন মুন্না।

বৃহস্পতিবার সকালে কোটচাঁদপুর পৌর শহরের দুধসরা বাসস্ট্যান্ডে এ সম্মেলন করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নাসির হোসেন মুন্না। তিনি বলেন, রাশেদা বেগম আমার মা,বোন আসমা খাতুন মুন্নি আর বোনাই মামুনুর রহমান। এরা সবাই লোভী, প্রতারক,ঠকবাজ চতুর ও পরসম্পদ হরনকারী।

মুন্না বলেন,আমার মা, আমার ও আমার পিতাকে প্রলোভন দেখিয়ে জমি আত্মসাতের নীল নকশা তৈরী করেন। এর সঙ্গে ছিলেন আমার বোন ও বোনাই। সেই নীল নকশায় পা দেন আমার পিতা। তিনি সরল বিশ্বাসে আমার নামীয় জমি কবলামূলে রেজিষ্ট্রি করে দেন। যা কোটচাঁদপুর মৌজায় অবস্থিত। এ জমির মধ্যে রয়েছে ভিটে বাড়ি ও মাঠ। সব মিলিয়ে ৭ বিঘা জমি তারা প্রতারনা করে রেজিষ্ট্রি করে নেন। এরপর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে,তাদের প্রকৃত রুপ। জমি রেজিষ্ট্রি করে নেওয়ার কিছিুদিন পর, তারা যুক্তি করে আমার পিতাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। এর প্রতিবাদ করায়, তারা আমাকেও বাড়ি থেকে বের করে দেন।

তিনি বোনাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন,সব ষড়যন্ত্রের মাস্টার মাইন্ড হচ্ছে মামুন। সে শুধু জমি লিখে নিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি। মামুন আমাকে আমেরিকা পাঠানোর নাম করে নগদ ২০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন।

স্ত্রী রাশেদা বেগম,মেয়ে ও জামাইয়ের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করেছেন স্বামী মতিয়ার রহমান। তারা বলেন, ওই প্রতারকদের প্রতারনার শিকার হয়ে আমি ও আমার পিতা বাড়ি,মাঠের জমি ও নগদ টাকা হারিয়েছি। এ সব হারিয়ে আমরা এখন অসহায়।আমরা এখন ভবঘুরের মত রাস্তায় ঘুরছি। তাই বিষয়টি আপনাদের মাধ্যমে সমাজের মানুষকে জানাতে চাই। কেউ যে এমন প্রতারনার ফাদে পা না দেন।

এ ব্যাপারে মতিয়ার রহমানের স্ত্রী রাশেদা বেগম বলেন, এ সম্পর্কে ভাল- মন্দ আমার কাছে কি শুনবেন। আপনারা কোটচাঁদপুরের মানুষ। তাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। তাহলে বুঝতে পারবেন,তারা কোন চরিত্রের মানুষ।

অবৈধ উপায়ে জমি দখল ও মিথ্যা সংবাদের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নিজেদের ক্রয়কৃত জমি থেকে জোর পূর্বক উচ্ছেদ, প্রাণ নাশের হুমকি ও মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী এক পরিবার। বুধবার বেলা ১২ টার দিকে পৌর পাঠাগার মিলায়তনে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়

এসময় লিখিত বক্তব্যে পাঠ করেন, পৌরসভার কাশিপুর গ্রামের মৃত তোফাজ্জেল দফাদারের ছেলে আয়নদ্দিন।তিনি বলেন বিগত ১৯৯৩ সালে আমি প্রতিবেশী আব্দুর রশিদের কাছ থেকে ৫ শতক জমি ক্রয় করি। যার মৌজা
– কাশীপুর, খতিয়ান নম্বর- ২৭১, সাবেক দাগ নম্বর -৭৭৬৪,বর্তমান দাগ নম্বর ১০০৯,জমি ক্রয়কৃত দলিল নম্বর – ১০২০,রেজিস্ট্রি তাং- ২৮-০৪-১৯৯৩।

বর্তমানে ওই জমির উপর আমার বসত ভিটা রয়েছে। এরমধ্যে ২০১০ সালের দিকে তৈয়জ উদ্দিনের ছেলে কোরবান আলী ওই ক্রয়কৃত জমি তাদের বলে দাবি করে এবং ঘরবাড়ি ভেঙ্গে অন্যত্র চলে যেতে বলে। সে সময় (আরএস) মাঠ পর্চায় তার পিতার নাম রয়েছে বলে দাবি করে। পরে খোঁজ খবর নিয়ে আমি জানতে পারি অন্যান্য দলিলাদি না থাকলেও জালিয়াতির মাধ্যমে উল্লেখিত দাগের ৫ শতক ও পাশের সড়ক ও জনপদের ১২শতক জমি রেকর্ড করে নিয়েছে তারা। শেষ পর্যন্ত উপায় না পেয়ে ২৪-০২-২০১০ সালে রেকর্ড সংশোধনের জন্য ঝিনাইদহ বিজ্ঞ জজআদালতে মামলা থাকা স্বত্তেও তৈয়জ উদ্দিনের ছেলে যুবলীগের নেতা পরিচয় দিয়ে ভয় -ভীতি প্রদর্শন ছাড়াও আমাকে শারীরিক ভাবে লাঞ্চিত করেছে।

ইতি মধ্যেই ওই জমি থেকে জোর করে কিছু দামি গাছ কেটে নিয়ে গেছে যুবলীগ নামধারী ওই কুরবান আলী। আমার বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করেছে। আমি এর তিব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

সংবাদ সম্মেলনে এসময় উপস্থিত ছিলেন, ভাই মঈন উদ্দিন,আলতাফ হোসেন, স্ত্রী লিপি খাতুন, আইন উদ্দিনের স্ত্রী মুসলিমা খাতুন।

কোটচাঁদপুর মাদক সেবীর কাইচির আঘাতে দিন মজুরের মৃত্যু

ভবঘুরে মাদক সেবীর কাইচির আঘাতে দিন মজুর সবুজ খান (৩৭) মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে কোটচাঁদপুর পুরাতন গরুর হাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সুমন সর্দার জানান,সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে বাজারে যাচ্ছিলাম। এ সময় পাশের খালের উপরে আলম ও সবুজের মধ্যে ধস্তাধস্তি চলছিল। কিছুক্ষন পর দেখি সবুজ বুক ধরে দৌড়াচ্ছে। আর আলম আরেক দিকে দৌড়াচ্ছে। পরে শুনতে পারলাম সবুজকে ছুরি মারা হয়েছে।

মৃত সবুজ খানের মামা বাবু বলেন,আমার ভাগ্নে কোন দিন খারাপ কাজ করত না। সে একটা ফ্রেস ছেলে। আগে কোটচাঁদপুরে দিন মজুরের কাজ করত। মাঝখানে ঢাকা চলে গিয়ে ছিল। সে ঢাকায় ব্যবসা করে। গেল সপ্তাহে বাড়িতে এসেছে। তাঁর সঙ্গে কোন শত্রুতা থাকার কথা না। তবে কেন খুন করল বুঝতে পারছি না।

তিনি বলেন,আলমের ছুরির আঘাত খেয়ে সে দৌড়ে আমার বাড়িতে আসে এবং আমাকে বলে মামা আলম আমাকে কাইছি দিয়ে বুকে মেরেছে বলতে বলতে মটিতে পড়ে যায় । পরে আমি তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে যায়। ওই সময় সে বেচে ছিল। চিকিৎসা দেয়ার কিছুক্ষন পর সে মারা যায়। সবুজ খান কোটচাঁদপুর পুরাতন গরুর হাট এলাকার মৃত আব্দুর রহিমের ছেলে।

অন্যদিকে আলম হোসেন কোটচাঁদপুর সলেমানপুর দাসপাড়ার ঘড়ি ম্যাকানিক শামসুদ্দিনের ছেলে। জানা যায়, দীর্ঘ দিন ধরে সে মাদকে আসক্ত ছিলেন। কোন কাজ কর্ম করত না । বর্তমানে একটা সাইকেলে করে ঘুরে ঘুরে মাদকদ্রব্য বিক্রি করত বলে জানিয়েন এলাকাবাসী।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক শিরিন সুলতানা জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জীবিত অবস্থায় আসে। আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করেছিলাম। কিছু ক্ষণ পর মারা যায়।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মঈন উদ্দিন বলেন,মাদক সেবীর ছুরির আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কি কারনে এ ঘটনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রাথমিক ভাবে জানা গেছে,যে আম বাগানে বসে সে নেশা করত। সেটা নিয়ে হয়ত দুই জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে সবুজ কে ছুরি দিয়ে সে আঘাত করে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনার পর থেকে আলম এলাকা ছেড়েছেন। পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠিয়েছেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলার প্রস্তুুতি চলছিল।

কোটচাঁদপুরে ইউপি সদস্য ও যুবলীগ সভাপতিকে মারপিটের ঘটনায় থানায় মামলা আটক ১

অবশেষে ইউপি সদস্য ও যুবলীগ সভাপতিকে মারপিটের ঘটনায় মামলা থানায় নথিভুক্ত হয়েছে। শনিবার কোটচাঁদপুর থানায় মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়। ওই মামলায় ১ জনকে আটক করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

ভুক্তভোগী ইউপি সদস্য ও এলাঙ্গী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি তাজুল ইসলাম বলেন, ২৮ আগষ্ট ছিল আশাননগর কুল্লা গাছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ২৭ আগষ্ট রাতে চেয়ারম্যানের নির্দেশে ওই এলাকার ৭/৮ জন বেধড়ক মারপিট করে।

এতে করে আমি গুরুত্বর আহত হয়। এ সময় স্থানীয়রা আমাকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিতে চাইলেও তারা বাধা দেন। পরে কোটচাঁদপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়ে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হই। ওখানে অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আমাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

তবে ওই ঘটনায় ২৮ আগষ্ট সকালে ১০ জনকে আসামি করে কোটচাঁদপুর

থানায় একটা অভিযোগ দায়ের করি। কিন্তু ওই সময় অভিযোগটি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত হয় না।

তবে কি কারনে নথিভূক্ত করা হয়নি,এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,ঘটনার পর থেকে তাদের একটি পক্ষ মিমাংসা করার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। বিষয়টি মিমাংসা না হলে শুক্রবার রাতে ঘটনাটি নিয়ে আবারও কোটচাঁদপুর থানায় যায়। এ সময় থানা কর্মকর্তা মামলাটি নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেন।

শনিবার মামলাটি নথিভুক্ত হয়। মামলার আসামিরা হলেন, রাজিব হোসেন,আক্তার হোসেন,সাজ্জাদ হোসেন,শিবলু জামান,স্বপন আলী, রবিউল ইসলাম, শরীফ হোসেন, আনিসুর রহমান ফুটান,রাহুল হোসেন,আমিরুল সর্দার,। এদের মধ্যে স্বপনকে আটক করে পুলিশ আদালতে পাঠিয়েছেন। তাজুল ইসলাম কোটচাঁদপুর উপজেলার আশাননগর গ্রামের মৃত হবিবুর রহমানের ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক ও মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ বলেন,ইউপি সদস্যকে মারপিটের ঘটনায় থানায় এজাহার নামীয় ৮ আসামী করা হয়েছে। মামলা নাম্বার ৫,তারিখ -০৩-০৯-
২২। ওই মামলায় ১ জন আটক করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ব্লাড ব্যাংকের ৪র্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষকী পালন

হাসি মুখে রক্তদান বাঁচতে পারে লক্ষ্যপ্রাণ এই প্রতিপাদ্য ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর ব্লাড ব্যাংকের ৪র্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

শনিবার সকাল ১০টায় বলুহর বাসস্ট্যান্ড উত্তরা মটরস শো-রুমের দ্বিতীয় তলায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপত্বি করেন ব্লাড ব্যাংকের পরিচালক ও প্রভাষক মোঃ আলমগীর হোসেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনার প্রকল্প পরিচালক(উপ

সচিব) বিভাগীয় কমিশনার আবু সায়েদ মোঃ মনছুর আলম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা নির্বাহী অফিসার দেলোয়ার হোসেন, কোটচাঁদপুর (সার্কেলের) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাইমিনুল ইসলাম,সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন,অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আব্দুর রশিদ,বিশিষ্ট সমাজ সেবক মোঃ কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল। এছাড়া কোটচাঁদপুর মানবাধিকার সংগঠনের সভাপতি সহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্হিত ছিলেন।

এই উপলক্ষে সংগঠনটি র্যালি, আলোচনা সভাও সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন। এ-ব্যাপারে ব্লাড ব্যাংকের পরিচালক মোঃ আলমগীর হোসেন বলেন,প্রতিষ্ঠানটি হাটি-হাটি পা পা করে ৩ বছর আগে চলতে শুরু করে।

বর্তমানে কোটচাঁদপুর ব্লাড ব্যাংক কর্ম দক্ষতা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সামনের দিন গুলো আপনাদের সহযোগিতা পেলে মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যেতে চায়।

ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে ভ্যান হারানো পিতার প্রতিবন্ধী সন্তানদের খাবার যোগাচ্ছেন প্রতিবেশীরা

ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে ভ্যান হারিয়েছেন আতিয়ার রহমান। আয়-রোজগার বন্ধ। এ কারনে কোন রান্না হয়নি সংসারে।

দুই দিন ধরে পাশের বাড়ি থেকে চেয়ে এনে মুখের অন্ন জোটাচ্ছে প্রতিবন্দী ছেলে-মেয়ের। এ অবস্থা চলছে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সারুটিয়া গ্রামের প্রতিবন্ধী ওই পিতার পরিবারে।

প্রতিবেশী শাহিনুর রহমান বলেন,ভ্যান চালানো আতিয়ারের পেশা।

দীর্ঘ দিন সে ভ্যান ভাড়ায় নিয়ে চালাত। কয়েক মাস হল পাশের বাজারের পরিচিত এক ম্যাকারের কাছ থেকে ভানটি কিনেছে বাকিতে।

প্রতিদিন ভ্যান চালিয়ে যা আয় হত,তা দিয়ে কোন রকম সংসার চালিয়ে,বাকি টাকা দিত ওই মেকারের ভ্যানের জন্য।

মঙ্গলবার রাতে ওই ভ্যানটি যাত্রী সেজে ৩ জন ভাড়া করে নিয়ে যায় তাকে। এরপর কিছুদুর যাবার পর ছিনতাইকারীরা তাঁর চোখ মুখ বেধে ভ্যানটি নিয়ে যায়।

তিনি বলেন, আতিয়ার পারিবারিক জীবনে দুই সন্তানের জনক। তবে দুই জনই প্রতিবন্ধী। এরমধ্যে মেয়ে কাকলী খাতুন(১৩) শারীরিক প্রতিবন্ধী আর ছেলে শিহাব (৮) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী।

সংসার চালানোর শেষ সম্বল হারিয়ে, সে এখন খাবার জোগাড়ের জন্য প্রতিবেশীদের দ্বারে ধর্ণা ধরছেন।

ভুক্তভোগী আতিয়ার রহমান জানান,প্রতিদিনের মত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আয় রোজগারের জন্য বাড়ি থেকে ভ্যান নিয়ে বের। এরপর ঘাঘা গ্রামে আসার পর ৩ জন অপরিচিত ভ্যান ভাড়া করেন। যেতে বলেন জালালপুরে। কথা মত ঘাঘা মাঠের রাস্তা দিয়ে জালালপুরের দিকে যাচ্ছিলাম ।

কিছুদুর যাবার পর ওই মাঠের মধ্যে গিয়ে আমার হাত-পা চোখ বেঁধে ফেলে তারা। নিয়ে যায় আমার ইঞ্জিন চালিত ভ্যান আর টাকা। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় ছাড়া পেয়ে বাড়িতে ফিরে যায় খালি হাতে।

তিনি বলেন,বিয়ের পর সংসার ভালই চলত। এরপর সংসারে আসে একটা কণ্যা সন্তান। যার নাম কাকলী খাতুন(১৩)। যে ছিল শারিরীক প্রতিবন্ধী। এরপর জন্ম নেন একটি ছেলে সন্তান। সেও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। তাঁর নাম শিহাব আলী। এদের দুই জনকে নিয়ে সংসার চালাতে যখন হিমশিম খাচ্ছিলাম। ওই সময় গুরুত্বতর অসুস্থ্য হয়ে পড়েন আমার স্ত্রী।

দীর্ঘ ৫ বছর চিকিৎসা করানোর পর সে মারা যায়। এ দীর্ঘ সময় তাঁর চিকিৎসা ব্যয় মিটাতে গিয়ে আমার সব কিছু বিক্রি করে দিয়েছি। আমার শেষ সম্বলটুকু ছিল ইঞ্জিন চালিত ওই ভ্যানটি। যা মঙ্গলবার রাতে ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে হারিয়েছি।

যা দিয়ে আয় রোজগার করে আমার দুই প্রতিবন্ধী সন্তানের মুখের খাবার তুলে দিতাম। ভ্যান ছিনতাইয়ের পর থেকে পাড়া প্রতিবেশীদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসে তাদের খাবার দিচ্ছি। এ ব্যাপারে

কোটচাঁদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক মাসুদুর রহমান জানান, ওই ঘটনায় আতিয়ার রহমান বাদী হয়ে থানায় একটা অভিযোগ করেছেন। এটা দেখছেন তালসার পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক আজগর আলী।